মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলার ১৪টি মন্দিরে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে প্রতিটি মন্দিরে মিষ্টি সামগ্রী প্রদান করা হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খাইরুল ইসলাম নিজ হাতে এসব উপহার তুলে দেন।

এ সময় পূজা উদযাপন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলকে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে দুর্গোৎসব উদযাপনের আহ্বান জানানো হয়।

আলমডাঙ্গা দুর্গাপূজার আর্থিক সহোযোগিতায় শরিফুজ্জামান শরিফ

সত্য সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু মানবজাতির সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। বিপদতারিণী মাতা দশ হাতে দশ অস্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন অসুর দমনে। মহিষাসুরকে বধ করে অশুভ শক্তির বিনাশ করে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জগৎ সংসার তার প্রতিদানস্বরূপ আবহমানকাল ধরে অখণ্ড জনপদে তার পূজা-অর্চনা করে আসছে। বাংলাদেশ সেই অখণ্ড অংশের সনাতনী হিন্দুগণের উপাস্য দেবী দুর্গার পূজা হয়ে থাকে প্রতিবছর।

আলমডাঙ্গা উপজেলায় সংখ্যালঘু এই সনাতনী হিন্দুগণের আরাধনায় স্থান পেয়েছে মাতা জগদ্ধাত্রী অভিন্নরূপে দুর্গা মাতা। আলমডাঙ্গা উপজেলায় এ বছর মোট ৩৫টি পূজামণ্ডপ আলোকসজ্জায় মা দুর্গার

মৃন্ময়ী মূর্তি বিভিন্ন রূপের ডালি সাজিয়ে আগমন ঘটেছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ আর্থিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি মণ্ডপে প্রতি ছয় হাজার টাকা অনুদান হিসেবে সকল মণ্ডপের পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে নির্বিঘ্নে পূজা সম্পন্নকরণে সকল সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

আলমডাঙ্গার দুর্গাপূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করলেন এসপি

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজাকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আলমডাঙ্গা থানার বিভিন্ন দুর্গাপূজা মণ্ডপ আকস্মিক পরিদর্শন করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা।

পুলিশ সুপার মণ্ডপগুলোতে উপস্থিত পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য, ভক্ত ও স্থানীয় সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, “শারদীয় দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব নয়, এটি বাংলাদেশের সর্বজনীন উৎসব। এখানে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণ আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরে। কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা বা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে কেউ যাতে না পারে, সেদিকে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে।”

তিনি আরও জানান, আলমডাঙ্গা থানার প্রতিটি পূজা মণ্ডপে পুলিশ মোতায়েন থাকবে, পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে আনসার ও গ্রাম পুলিশদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা, মেটাল ডিটেক্টর এবং টহল টিম। জেলা পুলিশের

কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে প্রতিটি মণ্ডপকে সংযুক্ত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দকে উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার আহ্বান জানান এবং দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, “সকলের সহযোগিতায় দুর্গাপূজা আনন্দমুখর পরিবেশে উদযাপিত হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।” এই আকস্মিক পরিদর্শনে আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাঃ মাসুদুর রহমান, পিপিএম, পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) বিকাশ চন্দ্র সরকার, বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুধীজন।

জানা গেছে, এ বছর আলমডাঙ্গা উপজেলায় মোট ৩৫ টি দুর্গাপূজা মণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১২টি মণ্ডপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডপে নির্দিষ্ট সংখ্যক পুলিশ ও আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।

স্থানীয়রা জানান, পুলিশ সুপারের আকস্মিক এ পরিদর্শনে পূজা উদ্যাপন কমিটি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। তারা মনে করছেন, প্রশাসনের এ ধরণের তৎপরতা দুর্গোৎসবকে আরও নিরাপদ ও আনন্দঘন পরিবেশে পরিণত করবে।

আসন্ন দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে উদযাপনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে পালনে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা বাস্তবায়নে এ উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়। মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, আবু সালেহ নাসিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

এছাড়াও এ মতবিনিময় সভায় পূজা উদযাপন পরিষদসহ সনাতন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ মেহেরপুরের আহ্বায়ক সঞ্জীত পাল বাপ্পি, বাংলাদেশ হিন্দু-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর এবং পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মন্দির কমিটির নেতারাও মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বক্তারা বলেন, মেহেরপুর জেলায় শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে, শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশে পালনে বিএনপির পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরিশেষে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২১ টি পূজা মণ্ডপে অর্থ প্রদানের মধ্যে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

মেহেরপুরে পুরোদমে চলছে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কালী মন্দির, মটমুড়া হালদারপাড়া কালী মন্দির, বাওট দাসপাড়া কালী মন্দির, মোহাম্মদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, বামুন্দী কোলপাড়া কালী মন্দির, ভোমরদহ দাসপাড়া কালী মন্দির এবং হিজলবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির প্রতিটি জায়গায় চলছে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তের কাজ।

শহরের শ্রীশ্রী হরিসভা মন্দির, শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, শ্রীশ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দির এবং শ্রীশ্রী হরিজন বালক পূজা মন্দির প্রাঙ্গণেও আয়োজনের শেষ মুহূর্তের কাজ এগিয়ে চলেছে। আগামী রবিবার মহালয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা।

শ্রীশ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দিরের প্রতিমাশিল্পী শংকর বলেন, আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষে আমরা প্রতিমা শিল্পীরা ব্যস্ত সময় পার করছি। ২৮ তারিখে আমাদের পূজা শুরু হবে। সেজন্য রঙের কাজ নিয়ে আমরা খুবই ব্যস্ত। এবং আমাদের তিন-চারটা মূর্তি আছে, দিনরাত পরিশ্রম করে রঙের কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি, সেজন্য আমরা দিনরাত পরিশ্রম করছি।

প্রতিমাশিল্পী দীপঙ্কর বলেন, স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই রঙের কাজ প্রায় শেষের দিকে। রঙের কাজ করতে এখনো আমাদের দুই দিন মতো সময় লাগবে। ভারত থেকে এসে কাজ করে ভালোই লাগছে।

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য ভাস্কর হালদার বলেন, আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি চলছে। কিছুদিন পরেই আমাদের রঙের কাজ শুরু হবে। তারপরে আলোকসজ্জা এবং প্রশাসনিক সমস্ত কাজ শুরু করা হবে। প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম সম্পন্নের মাধ্যমে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে।

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবী দুর্গা সব অশুভ শক্তি বিনাশের প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। পূজা উপলক্ষে মণ্ডপগুলোকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারের প্রস্তুতিও চলছে এবং পূজার দিনগুলোতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

পূজা আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবারের দুর্গাপূজায় প্রতিমার শৈল্পিক কারুকাজ, মণ্ডপের সৌন্দর্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দর্শনার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে মণ্ডপে গিয়ে পূজা উপভোগ করতে পারেন, সে জন্য সার্বিক

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে যাচ্ছে ১২০০ টন ইলিশ

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে ১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখার উপসচিব এস এইচ এম মাগফুরুল হাসান আব্বাসী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, প্রতিবছরের মতো চলতি বছরও দুর্গাপূজা উপলক্ষে এক হাজার ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানির জন্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আগ্রহী রপ্তানিকারকদের আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের (বিকেল ৫টা) মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে হার্ডকপিতে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর সার্টিফিকেট, ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিক্রয় চুক্তিপত্র, মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্সসহ সংশ্লিষ্ট দলিল দাখিল করতে হবে। প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য ১২.৫ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

এরই মধ্যে যারা আহ্বান ছাড়াই আবেদন করেছেন তাদেরও নতুনভাবে আবেদন দাখিল করতে হবে বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এর আগে গত বছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৩ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

তবে পরে সেটির পরিমাণ ২ হাজার ৪২০ টন করা হয়েছিল।

সূত্র: কালের কন্ঠ।

গাংনীতে সনাতন ধর্মালম্বীদের সাথে বিএনপির মতবিনিময়

মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে মতবিনিময় করেছে গাংনী উপজেলা বিএনপি। আজ রোববার বেলা ১২ টায় হাসপাতালস্থ বিএনপি কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কাজিপুর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে ও বিএনপি নেতা সুরেলী আলভীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

প্রধান অতিথির বক্তব্য দাদুজ্জামান বাবলু বলেন, এবছর গাংনী উপজেলায় ১৭টি পূজা মন্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হবে। বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ঘিরে যেকোনো ধরনের অপতৎপরতা ঠেকাতে মাঠে থাকবে বিএনপি। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজায় কোনো প্রকার অপ্রীতিকর কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার চক্রান্ত যাতে কেউ করতে না পারে, সেদিকে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহবান জানান।

তিনি আরও বলেন, এবারের পূজা হবে সার্বজনীন। তাই বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে হিন্দু ভাইয়েরা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে দুর্গোৎসব পালন করতে পারে, সে ব্যাপারে জেলা বিএনপির সকল সদস্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে থাকবেন। বাংলাদেশর সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও সৌহার্দ্য অন্তত সুদৃঢ় উল্লেখ করে সবাইকে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে থাকার আহবান জানান তিনি।

এসময় উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সুশান্ত পাত্রসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মী ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে সারদীয় দুর্গাপূজা

উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে আসন্ন সর্বজনীন শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে পূজা মন্ডপসমুহের নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার
বেলা ১১ টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ
মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরে উপজেলার ৭টি পূজা মন্ডপে শারদীয় দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও
সঞ্চালনায়। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী
কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলম, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাশরুবা আলম, উপজেলা জনসাস্থ্য প্রকৌশল অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুব আলম রবি, উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা উপজেলা ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা শাহাজাহান আলী,, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাংবাদিক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান।মহাজনপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি- তপন কুমার সাহা সাধারণ সম্পাদক- দীপক পাল।

বাবুপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি- তাপস মন্ডল, সাধারণ
সম্পাদক- নিরঞ্জণ মন্ডল।কোমরপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি-
অসিম হালদার, সাধারণ সম্পাদক- প্রভাস হালদার।মোনাখালী পূজা
উদযাপন কমিটির সভাপতি-নিরঞ্জণ কর্মকার, সাধারণ সম্পাদক- বিমল
ঘোষ,রতনপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি উত্তম দাস, সাধারণ সম্পাদক- জয়দেব দাস।

বল্লভপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি- দয়াল দাস,সাধারণ সম্পাদক-কার্তিক দাসদারিয়াপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি-বিষু দাস,সাধারণ সম্পাদক সজল দাস সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত

কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তুতি সভায় মুজিবনগর উপজেলায় ৭টি পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা, বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে সার্বক্ষণিক জেনারেটর এর ব্যবস্থা রাখা ও সতর্কতামূলকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার, যেকোনো সমস্যায় প্রশাসনকে অবহিত করা, কারো কথায় বিভ্রান্ত না হওয়াসহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে করনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

কোটচাঁদপুরে সর্বজনীন শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে পূজা মন্ডপসমুহের নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ শে সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অফির্সাস ক্লাব মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তুতি মূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কোটচাঁদপুর সার্কেল মুন্না বিশ্বাস, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি জান্নাতুল মাওয়া, মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ সৈয়দ আল-মামুন, সেনাবাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার এনামুল হক,সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, দোড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস, কুশান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপি দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভুইয়া,পৌর বিএনপির সহ সাধারণ সম্পাদক রুস্তম আলী, পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায়,উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ড, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

আবাসিক মেডিকেল অফিসার আশরাফুল আলম, সমাজ সেবা অফিসার বসির উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসাহাক আলী,পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান,কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি মইন উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাশার প্রমুখ।

সে সময় পূজা মন্ডপ সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে করনীয় বিষয় তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অতিথিরা।

এ সময় উপজেলার ৪১ টি পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি-সম্পদক, সাংবাদিক,বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা কর্মী, ফায়ার সার্ভিসের সদস্য সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে শেষ হয়েছে দুর্গাপূজা

ঢাকের বাদ্য আর আবীর খেলার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে বিসর্জন হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। মহালয়ার মধ্য দিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে এই পূজার উৎসব শুরু হয়েছিল।

মঙ্গলবার (২৪ অক্টোবর) সকালে বিজয়ী দশমীতে বিহিত পূজা ও দর্পণ বিসর্জনে সমাপ্তি হলো দুর্গাপূজার। বিকেল থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন। প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ছিলো মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ।

তবে প্রতিমা বিসর্জন কালে ভৈরব নদে কচুরিপানা নিয়ে সনাতন ধর্মাবলীদের মধ্যে কিছুটা চাপা অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী

মন্দির, নায়েববাড়ি মন্দির, হরিসভা মন্দির,বকুলতলা পূজা মন্দির, হরিজন বালক পূজা মন্দির, সদর উপজেলার গোভীপুর বায়পাড়া দূর্গা মন্ডপ, গোভীপুর দাসপাড়া দূর্গা পূজা,বামনপাড়া সর্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর দূর্গা মন্দির, পিরোজপুর কালীমাতা দাসপাড়া মন্দির,মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, বাবুপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজা মন্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজা মন্ডপ, বল্লভপুর পূজা মন্ডপ, এবং দারিয়াপুর পূজা মন্ডপ মেহেরপুর ভৈরব নদে বিসর্জন দেয়া হয়। এছাড়াও গাংনীতে কাজলা নদে বিভিন্ন মন্ডলের প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

উল্লেখ্য এই বছর মেহেরপুর জেলায় মোট ৪৩ টি মন্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৪ টি, গাংনীতপ ২২ টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৭ টি মণ্ডপ ছিল। কোনরকম বিশৃঙ্খলা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গাপূজার সম্পন্ন হওয়ায় মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে জেলা বাসি ও জেলা প্রশাসন সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি কত জ্ঞাপন করেছে।